হজরত আদম আলাইহিচ্ছালামের

সৃষ্টিতত্ত্ব

pdf by : Mohammad Abdul Awal
সকলের নিকট
দু'আ প্রার্থী
Mobile : 01745-335634

মাওলানা আকবর আলী রেজভী
সুন্নী আলকাদেরী

প্রকাশনায় - রেজভীয়া দরবার, ঢাকা মহানগর, ঢাকা

রেজভীয়া দরবার ঢাকা মহানগরীর পক্ষে সভাপতি আবু সাঈদ ভূঁইয়া ও সম্পাদক মুহাম্মদ মোশারফ হোসেন ভূঁইয়া কর্তৃক প্রকাশিত এবং গাজী মুহাম্মদ আব্দুল কুদ্দুস কর্তৃক প্রচারিত

সত্ত্ব - লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশক - মোস্তফা, ঘোড়ামারা, কুমিল্লা

দ্বিতীয় প্রকাশ- আগস্ট, ২০০২ ইং

মুদ্রণ- আল-ঈমান প্রিন্টিং প্রেস
মোক্তার পাড়া, নেত্রকোনা

মূল্য পাঁচ টাকা

হজরত আদম আলাইহিছ্ছালামের

সৃষ্টিতত্ত্ব ঃ-

বিছমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

তাফছিরে আজিজি ও তাফ্‌ছিরে আশরাফী ও তাফছিরে রুহুল বয়ান ইত্যাদিতে হযরত আদম আলাইহিছ্ছালামের সৃষ্টি সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহপাক হযরত জিবরাঈল আলাইহিছ্ছালামকে জমিন হইতে সাদা, কাল, লাল, টক-মিষ্টি, নরম-শুকনা এক মুষ্টি মাটি আনিবার জন্য আদেশ করিলেন। হযরত জিবরাঈল আলাইহিছ্ছালাম জমিনে আসিয়া মাটি উঠাইতে চাহিলে জমিন মাটি উঠাইবার কারণ জানিতে চাহিল। জিবরাঈল আলাইহিছ্ছালাম কারণ স্বরূপ সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিলেন। জমিন আল্লাহর দোহাই দিয়া জিবরাঈলকে মাটি নিতে নিষেধ করিল। জমিন বলিল-হে জিবরাঈল আমিন, তুমি মাটি নিলে সে মাটি দ্বারা মানুষ তৈয়ার করা হইবে এবং আমার কিছু অংশ দোজখের অগ্নিতে জ্বলিবে। তখন জিবরাঈল আলাইহিছ্ছালাম মাটি না উঠাইয়া ফিরিয়া চলিয়া যায়। তারপর, আল্লাহ পাকের নিকট জিবরাঈল আমিন আরজ করেন- 'হে প্রভু! জমিন তোমার নামের দোহাই দিয়াছে; আমি তোমার নামের দোহাই শুনিয়া তোমার সম্মান ও আদব রক্ষার্থে আমি মাটি আনিতে অক্ষম হইয়াছি। তখন আল্লাহ পাক দ্বিতীয় বার ইছরাফীল আলাইহিছ্ছালামকে এবং তৃতীয় বার মিকাঈল আলাইহিছ্ছালামকে মাটি আনিতে পাঠাইলেন। কিন্তু জমিনের বক্তব্য ও দোহাই শ্রবণ করতঃ মাটি উঠাইতে অক্ষম হইয়া ফিরিয়া যায়। অতঃপর আল্লাহপাক জাল্লা শানুহু মাটি আনিবার জন্য হজরত আজরাঈল আলাইহিছ্ছালামকে পাঠাইলেন। আজরাঈল আলাইহিছ্ছালাম জমিনের দোহাই না শুনিয়া বলিল- হে জমিন! আমি আল্লাহ তায়ালার আদেশের অধীনে আছি-তোমার দোহাই ও কান্না-কাটির কারণে আমি আল্লাহর আদেশ লংঘন করিতে পারিব না। এই জন্যে আজরাঈলকে 'জান কবজ' করিবার কাজে নিযুক্ত করা হইয়াছে। আজরাঈলকে আল্লাহ পাক বলেন- হে আজরাঈল! তুমিই

মাটিকে জমিন হইতে পৃথক করিয়াছ এবং তুমিই পুণরায় জমিনের সঙ্গে মিশাইবে। তারপর, জিবরাঈল আমিনের প্রতি আদেশ হইল-হে জিবরাঈল! এই মাটিকে ঐ স্থানে রাখ যেখানে খানায়ে কাবা শরীফ রহিয়াছে। তখন ফেরেশতাগণকে আদেশ করা হইল-এই মাটিকে ভিন্ন ভিন্ন পানির দ্বারা কাঁদা তৈয়ার কর। ঐ মাটিতে ৪০ (চল্লিশ) দিন বৃষ্টি বর্ষিত হয়। তন্মধ্যে, ৩৯ (ঊনচল্লিশ) দিন চিন্তা-ভাবনা ও দুঃখ-কষ্ট জনিত বৃষ্টি বর্ষিত হয়, আর একদিন মাত্র শান্তির বৃষ্টি বর্ষিত হয়। এইজন্যে, মানুষের জীবনে শান্তির চাইতে চিন্তা-ভাবনা ও দুঃখ-কষ্ট বেশী হইয়া থাকে। অর্থাৎ চিন্তা-ভাবনা ও দুঃখ-কষ্ট বেশী, শান্তি ও আনন্দ খুবই কম। আবার ঐ কাদা মাটিকে ভিন্ন ভিন্ন বাতাসের দ্বারা এতদূর শুষ্ক করা হইল যে, উহা কন কন করিতে ছিল। এই প্রসঙ্গে কোরআনে কারীমে ইরশাদ হইয়াছে যে, 'ছাল্‌ছালিন্ কাল্‌ফাখ্‌খার্।' আবার ফেরেশতাদের প্রতি আদেশ হইল যে, ঐ কাদা মাটিকে মক্কা এবং তায়েফের মধ্যে 'ওয়াদিয়ে নু'মানে' 'আরাফত্' পাহাড়ের নিকটে রাখ। তখন আল্লাহ্ পাক জাল্লা শানুহু নিজ কুদ্রতের হাতে ঐ কাঁদামাটি দিয়া হযরত আদম আলাইহিচ্ছালামের দেহ মুবারক তৈয়ার করিলেন। যখন হযরত আদম আলাইহিচ্ছালামের ছুরত বা দৈহিক আকৃতি গঠন করা হইল, তখন ফেরেশতারা যেহেতু এমন অভিনব ও সুন্দর আকৃতি কখনও দেখে নাই; সেহেতু তাহারা আদম-ছুরতের চারিদিকে আশ্চর্যান্বিত হইয়া তাওয়াফ বা প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। আদম-ছুরতের অপরূপ সৌন্দর্য দেখিয়া ফেরেশতাগণ আশ্চর্যান্বিত ও হয়রান পেরেশান অবস্থায় ছিল। ইতোমধ্যে ইবলিস শয়তান খবর পাইয়া আদম-ছুরত দেখিবার জন্য আসে এবং সে দেহ-মুবারক এর চারিদিকে ঘুরা-ফিরা করিয়া বলিল-হে ফেরেশ্‌তাগণ! তোমরা এ দেহ দেখিয়া আশ্চর্যবোধ করিতেছ। এ দেহ ভিতর দিয়া সম্পূর্ণ খালি; আর ইহার বিভিন্ন স্থানে রহিয়াছে বিভিন্ন ছিদ্র। তাহার দূর্বলতার এই অবস্থা হইবে যে, যদি ক্ষুধার্ত হয় তবে পড়িয়া যাইবে আর যদি বেশী আহার করে তবে সে চলা-ফেরা করিতে পারিবে না। এই খালি দেহের দ্বারা কিছুই হইবে না। ইবলিস পুণরায় বলিল-হ্যাঁ, তবে তাহার সিনার বাম পার্শ্বে, একটি বন্ধ কুঠুরী (বা দিল) রহিয়াছে যাহার সম্বন্ধ্যে কিছুই বলিতে পারিনা যে, উহা কি। হইতে পারে ইহাই আল্লাহর সিংহাসন। যাহার বদৌলতে আদম আল্লাহর খিলাফতের যোগ্য

হইবে। অতঃপর, আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে রুহু-র প্রতি আদেশ হইল-'এই দেহের ভিতরে প্রবেশ কর।' রুহু বা আত্মা যখন দেহ মুবারকের নিকট পৌছিয়াছেন, তখন দেহের ভিতর অন্ধকার দেখতে পাইয়া ভিতরে প্রবেশ করে নাই। হাদিস শরীফের বহু বর্ণনায় আসিয়াছে যে, তখন 'নূরে মুহাম্মাদী' ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার দ্বারা সেই অন্ধকার দূরীভূত হইল এবং আদম আলাইহিছ্ছালামের দেহ মুবারক উজ্জ্বল ও চমকদার হইয়া উঠিল। অর্থ্যাৎ, ঐ নূর মুবারক আদম আলাইহিচ্ছালামের পেশানীতে স্থাপিত হইল আমানত স্বরূপ। এক্ষণে, 'রুহু' বা আত্মা আদম ছুরতের (দেহ মুবারকের) ভিতরে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতে লাগিল, যখন মস্তিষ্কে অবস্থান করিতেছিল তখন আদম আলাইহিচ্ছালামের হাঁচি আসিল। তিনি পাঠ করিলেন - **'আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ্।'** আল্লাহ পাক বলিলেন - 'ইয়ার্‌হামুকাল্লাহ্' হাঁচি আসিলে এ দোয়া পাঠ করা ও জওয়াব দেওয়া সুন্নাতে পরিণত হইয়াছে। রুহু যখন দেহ মুবারকের কোমর পর্যন্ত পৌছিল তখন আদম আলাইহিচ্ছালাম উঠিতে ইচ্ছা করিলেন কিন্তু উঠিতে না পারিয়া পড়িয়া গেলেন। কেননা, রুহু বা আত্মা এখনও দেহ মুবারকের নিম্নদেশ পর্যন্ত পৌছে নাই। আল্লাহ্ পাক কোরআনে ফরমান -

'খুলিক্বাল্ ইন্‌ছানুমিন আজালিন্'

যখন সমস্ত দেহে আত্মা পৌছিল, তখন হযরত আদম আলাইহিচ্ছালামের প্রতি আদেশ হইল-'যাও ফেরেশতাদের নিকট গিয়া তাহাদিগকে ছালাম দাও এবং শ্রবণ কর যে, তাহারা কি উত্তর প্রদান করে।' তখন আদম আলাইহিচ্ছালাম ফেরেশতাদের নিকটে গিয়া বলিলেন-**'আচ্ছালামু আলাইকুম'**

ফেরশতাগণ উত্তরে বলিলেন-

ওয়া আলাইকুমুচ্ছালাম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহি।

অতঃপর, আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হইতে আদেশ হইল যে, এই কালিমা-ই তোমার এবং তোমার আওলাদের জন্য মনোনীত করা হইল। হযরত আদম আলাইহিচ্ছালাম বলিলেন-হে মাওলা! আমার আওলাদ কে? তখন

আল্লাহ পাক স্বীয় কুদ্রতের হাত আদম আলাইহিচ্ছালামের পৃষ্ঠদেশে স্থাপন করিলেন এবং ইহাতে সমস্ত আদম সন্তান মানব-জাতির রুহু বা আত্মা বাহির হইয়া গেল এবং আদম আলাইহিচ্ছালামকে সব দেখানো হইল। হযরত আদম আলাইহিচ্ছালামকে তাঁহার সন্তানদের মধ্যে যাহারা কাফের-মুশ্‌রিক, মুমিন, মুনাফিক, আওলিয়া, কুতুব এবং নবী-রাসুলগণ সকলকেই দেখান হইয়াছে। আমার রচিত তাফছীরে উহার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই ঘটনা দ্বারা কতিপয় চমৎকার উপকারিতা পাওয়া গিয়াছে ঃ-

(১) কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজ করিতে হইলে পরামর্শ ব্যতীত যেন তাহা না করা হয়। পরামর্শ সহকারে কোন কাজকর্ম করা সুন্নাতে ইলাহীয়া এবং পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করার জন্য আল্লাহ পাকের আদেশও রহিয়াছে।

(২) কোন কাজকর্মে তাড়াহুড়া করিতে নাই। তাড়াহুড়া সহকারে কাজ করা পছন্দনীয় নহে। আল্লাহ পাক সর্বশক্তিমান হইয়াও আদম আলাইহিচ্ছালামের দেহ-মুবারক সৃষ্টি করিয়াছেন ৪০ (চল্লিশ) দিনে।

(৩) ৪০ (চল্লিশ) সংখ্যা বড়ই হেকমতপূর্ণ ও বরকতময়। ৪০ দিনে আদম আলাইহিচ্ছালামের দেহ মুবারকের মাটির কাঁদা তৈয়ার করা হইয়াছে। এখনও মাতৃগর্ভে সন্তানের দেহ গঠনের সময় ৪০ দিন অন্তর মনি (বীর্য) বিভিন্ন অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। মেয়েলোকদের ৪০ দিন পর্যন্ত নেফাছ জারি থাকে। ৪০ বৎসরে মানুষের আকল বা জ্ঞান পরিপূর্ণ হয়। এইহেতু, অধিকাংশ নবীগণের নবুওত ৪০ বৎসর বয়সে লাভ হইয়াছে।

(৪) হযরত আদম আলাইহিচ্ছালামের প্রশংসা জমিন ও আসমানের সর্বত্র রহিয়াছে। তবে তাঁহার বসবাসের স্থান জমিনকে নির্ধারিত করিয়াছেন। কেননা, কোরআনে কারিমে আদম আলাইহিচ্ছালামকে জমিনের জন্য 'খলিফা' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

(৫) 'খলিফা' হওয়ার জন্য নিষ্পাপ হওয়া জরুরী নয়, যেরূপ

শিয়াপন্থীদের ভ্রান্তধারনা, নবুওয়তের জন্য নিষ্পাপ হওয়া অবশ্যই জরুরী।

'খলিফা' হওয়ার জন্য যদি নিষ্পাপ হওয়া জরুরী হইত তবে ফেরেশতাদের খলিফা বানান হইত। আল্লাহ্পাক মানব জাতিকে গোনাহগার হইতে অস্বীকার করেন নাই, বরং গোনাহগার কে খেলাফত দেওয়া দরকার প্রকারান্তরে ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন।

(৬) খলিফার জন্য জাহের বা প্রকাশ্য হওয়া আবশ্যক। গায়েব বা বাতেন অবস্থায় খেলাফত (প্রতিনিধিত্ব) চলে না। কেননা, আল্লাহপাক মানুষের নজর হইতে গায়েব (অদৃশ্য)। সেই কারণে আল্লাহ পাক খলিফা বা প্রতিনিধি বানাইয়াছেন। যাহাতে মানুষ জাহেরী খলিফা হইতে ফয়েজ লাভ করিতে পারে। যদি খলিফা ও গায়েব বা বাতেন হইয়া যায় তবে খেলাফতের প্রয়োজন থাকে না। যদি গায়েবের খেলাফত বিশুদ্ধ হইত তবে, হুজুর নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম কিয়ামত পর্যন্তই খলিফা থাকিতেন। মাওলা আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু এবং হযরত ইমাম মেহেদী আলাইহিচ্ছালামের খেলাফতের কি প্রয়োজন হইতো?

হযরত ঈসা আলাইহিচ্ছালাম ও হজরত ইমাম মেহেদী আলাইহিচ্ছালামের আবির্ভাবের হেতু একমাত্র জাহেরী খেলাফতের প্রয়োজনেই।

(৭) ছোটদের জন্য এই হক (অধিকার) রহিয়াছে যে, বড়দের কাজকর্মের হেকমত (রহস্য) অবগত হইবার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারিবে। যেমন আদম-সৃষ্টির রহস্য জানিতে ফেরেশতাগণ আল্লাহ পাকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

(৮) বড়দের জন্য কর্তব্য হচ্ছে নিগূঢ় রহস্যপূর্ণ তত্ত্ব-কথা ছোটদের (অপরিপক্ক জ্ঞানবানদের) নিকট প্রকাশ না করা এবং তাহাদেরকে এই সব বিষয়ে নীরব থাকিতে উপদেশ দেওয়া। যেমন আল্লাহ পাক ফেরেশতাদিগকে বলেছিলেন **'আমি যাহা জানি তোমরা তাহা জাননা।'**

(৯) 'এলেম' 'এবাদত' হইতে উত্তম। কেননা ফেরেশতাগণ আবেদ ছিলেন এবং আদম আলাইহিচ্ছালাম আলেম। ফেরশতাগণ এবাদতের দাবী করিয়াছিলেন; কিন্তু আল্লাহপাক এলেমের গুরুত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। অতঃপর আদম আলাইহিচ্ছালাম এলেমের গুণেই ফেরেশতাদের সম্মান সূচক সেজদা পান ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন।

(১০) আল্লাহপাকের দয়া ও মেহেরবাণী আমলের উপর নির্ভরশীল নহে। দেখুন, লক্ষ লক্ষ বৎসরের আবেদগণ হজরত আদম আলাইহিচ্ছালামের নিকট মাথানত করিয়াছেন যিনি তখন পর্যন্ত একটি সেজদাও করেন নাই। এই বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চাহিলে আমার রচিত 'তাফছীরে রেজভীয়া সুন্নীয়া' পাঠ করুন।

-ঃ সমাপ্ত ঃ-

রেজভীয় দরবার ঢাকা মহানগর কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থ সমূহ ঃ-

১। তাফছীরে রেজভীয়া ছুন্নীয়া ক্বাদেরীয়া-১ম খন্ড
২। কালিমায়ে তাওহিদের তাফছীর ও রহস্য ১ম খন্ড
৩। তাফছীরে তাউজ ও তাছমিয়া
৪। তাফছীরে সুরায়ে নাস হইতে সুরায়ে ফ্বীল পর্যন্ত
৫। তাফছীরে সুরায়ে ফাতিহা শরীফ
৬। তাফছীরে সুরায়ে কাউসার
৭। মো' জেজায়ে নূর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম
৮। আদিল্লাতুচ্ছামা
৯। আদিল্লাতুল ওরশ
১০। খুতবাতুর রেজভীয়া
১১। ইসলামী আকায়েদ ও দেওবন্দী আকায়েদ
১২। নেত্রকোনা বাহাছের রায়ের দ্বিতীয় প্রতিবাদ
১৩। হযরত আদম আলাইহে ওয়াসাল্লামের সৃষ্টি তত্ত্ব